দৈনিক খবর

তারিখ ... 07 JAN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

০৫

এসএসসি পরীক্ষা-১৯৯১

যশোরের বিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ

॥ কিরণ সাহা ॥

যশোর, ৬ই জানুয়ারী।– ১৯৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় যশোরের বিদ্যালয়গুলোতে অবৈধভাবে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে। যশোর শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ উপেক্ষা করে কোন কোন স্কুলে দ্বিগুণেরও বেশী এই ফি আদায় করা হচ্ছে। অতিরিক্ত ফি আদায় সম্পর্কে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে।

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় বোর্ড নির্ধারিত ফি ধরা হয়েছে মানবিক বিভাগে ২শ' ৭৫ টাকা এবং বিজ্ঞানে ৩শ' টাকা। কিন্তু দেখা গেছে, প্রতিটি স্কুলেই এর চেয়ে অনেক বেশী ফি আদায় করা হচ্ছে।

শহরের সম্মিলনী ইন্সটিটিউশনে মানবিক বিভাগে ৫শ' ২৫ টাকা এবং বিজ্ঞানে সাড়ে ৫শ' টাকা করে নেয়া হচ্ছে। অন্যান্য স্কুলের মধ্যে যশোর জেলা স্কুলে মানবিকে ৫শ' টাকা ও বিজ্ঞানে সাড়ে ৫শ' টাকা, মুসলিম একাডেমীতে বিজ্ঞান ও মানবিকে ৭শ' থেকে ৭শ' ৮৮ টাকা, সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে উভয় গ্রুপে ৬শ' থেকে সাড়ে ৬শ' টাকা, সেবা সংঘ বালিকা বিদ্যালয়ে মানবিকে ৭শ' ২১ টাকা ও বিজ্ঞানে ৭শ' ৫৩ টাকা, প্রিপারেটরী হাই স্কুলে মানবিক ও বিজ্ঞানে সোয়া ৪শ' থেকে ৪শ' ৫৬ টাকা এবং মাহমুদুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ে উভয় গ্রুপ থেকে ৭শ' টাকা করে আদায় করা হচ্ছে।

শহরের বাইরের বিদ্যালয়গুলোতেও একইভাবে বর্ধিত ফি আদায় করা হচ্ছে। খবর নিয়ে জানা গেছে, আম বটতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মানবিক বিভাগে ৭শ' ও বিজ্ঞান বিভাগে সাড়ে ৭শ' টাকা ফি নেয়া হচ্ছে।

অভিভাবক মহল অভিযোগ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফি আদায়ের নামে পরীক্ষার্থীদেরকে মহাজনী কায়দায় দ্বিমুখী শোষণের যাতাকলে ফেলেছে। তারা জুন '৯১ পর্যন্ত বেতন আদায় করার পরও ২শ' থেকে ৩শ' টাকা হারে কোচিং ফিও আদায় করছে। অনেক বিদ্যালয়ে মসজিদ নির্মাণ ও বিদ্যালয় সংস্কারের জন্যেও অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ অবৈধহারের ফি দিতে গিয়ে অভিভাবক মহল পড়েছে চরম সংকটে। দরিদ্র অভিভাবকদের গরু-ছাগল, গাছ-গাছালি এমনকি জমি বন্ধক রেখে ফি'র টাকা পরিশোধ করতে হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সরিষাবাড়ী (জামালপুর)

সংবাদদাতা জানান, উপজেলার বেসরকারী স্কুলগুলো এসএসসি পরীক্ষার ফি দ্বিগুণ নিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ ছয় মাসের বেতন ও বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত টাকার পরিমাণ হলো প্রায় ৫০০ টাকা অথচ সরিষাবাড়ী উপজেলার বেসরকারী স্কুলগুলো উপরোক্ত অংকে ছাড়াও কোচিং ফি ও উন্নয়ন ফি বাবদ খুশীমত বিরাট অংকের টাকা দাবী করছে, যা একেবারেই অযৌক্তিক। এর ফলে গরীব অভিভাবকদের জন্য এই অর্থের বোঝা বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে সরিষাবাড়ী উপজেলার গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলো এর চেয়েও বেশী পরীক্ষার ফি নিচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।